দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ AUG. 23 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

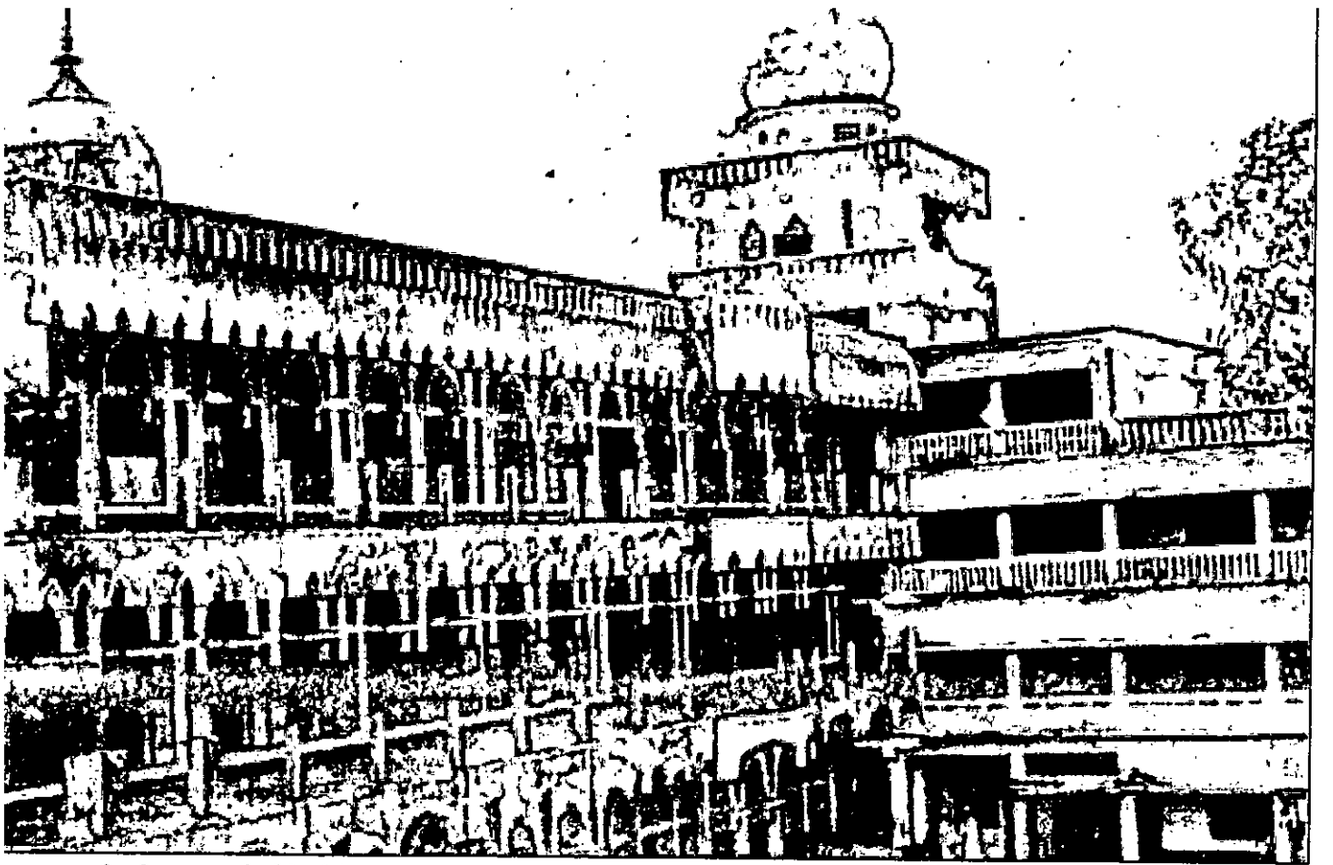

ম ব্যুরো : ফটিকছড়ি নানুপুরস্থ প্রাচীন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া ওবাইদিয়া মাদ্রাসা ভবন -ইনকিলাব

ানুপুর আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া ওবাইদিয়া মাদ্রাসা

ণক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী

ল আলম

তাব্দী প্রাচীন চট্টগ্রামের অন্যতম বৃহৎ কওমী মাদ্রাসা ছড়ির নানুপুরস্থ 'আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়াতুল দিয়া'য় শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। য়ে সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় য়ে-কেরামগণ ও অভিভাবক মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ। গত ৩ আগস্ট সংঘটিত তুচ্ছ কিছু ঘটনার জের ধরে বর্তমানে পরিস্থিতি জটিল সমস্যায় রূপ নিয়েছে। তবে যোগ্য বিভিন্ন সূত্রে এবং নিরপেক্ষ অনুসন্ধানে জানা যায়, থ্য মূলত মাদ্রাসা প্রধানের (মুহতামিম) পদ দখলের ক্ষিত চেষ্টা বা কর্তৃত্বের প্রতিযোগিতাই মুখ্য। সাম্প্রতিক ঘটনা-অঘটন বলতে গেলে উপলক্ষ বা অজুহাত মাত্র। াশ্তি বাকযুক্ত, বিবৃতিতে মাদ্রাসার প্রবীণ একজন কর নেতৃত্বে একটি পক্ষ বর্তমান মুহতামিমের ৩ পুত্রের ও ত শিক্ষক-ছাত্রদের উগ্র জঙ্গী কানেকশনের অভিযোগ হন। তবে এলাকাবাসী, পুলিশসহ প্রশাসনের বক্তব্য এ মাদ্রাসার সঙ্গে জঙ্গী সম্পর্কে কোন প্রমাণ, আলামত নি। উপরন্তু মাদ্রাসা অঙ্গনে যে কোন ধরনের রাজনৈতিক লাপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং সকলেই তা মেনে চলেন। একজন সিনিয়র শিক্ষকের (মাওলানা এমদাদ উল্লাহ) -বিবৃতি সূত্রে বিভিন্ন সংবাদপত্রের খবরে এ মাদ্রাসার উগ্র জঙ্গী তৎপরতার সন্দেহের বিষয়টি সামনে চলে । অত্র জামেয়ার বর্তমান মুহতামিম আল্লামা শাহ দ্দিন ১৯৮৫ সালে লিখিতভাবে দায়িত্বভার লাভ করেন য় প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা ছোলতান আহমদ ীর (রহঃ) কাছ থেকে। আর মাওলানা এমদাদ উল্লাহ মরহুম মাওলানা নানুপুরীর পুত্র। এ প্রেক্ষিতে তিনি নতুন মিম দাবিদার হওয়া বা এক্ষেত্রে তাকে কেউ কেউ সমর্থন াচিত করার বিষয়টি সহজতর হচ্ছে। অনুসন্ধানে আরও ায়, বিগত ৩ আগস্ট মাদ্রাসার নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে াহ, আল আমিন এবং আমিনউল্লাহ নামে ৩ জন ছাত্রকে মাদ্রাসার প্রচলিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বহিষ্কার করা হয়। ২ আগস্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নেয়। বহিষ্কৃতদের নিজ নিজ বাড়ীঘরে পৌছার ব্যবস্থা করে গাড়িতে তুলে দেয়া হলেও বিকালে তারা আবারও মাদরাসা এলাকায় ঘুরতে দেখে মুহতামিম তাদেরকে ডেকে পৃথক ৩টি কক্ষে আটকে রাখেন। এর মধ্যে শিক্ষক মাওলানা জাহাঙ্গীর অপর শিক্ষক মাওলানা এমদাদ উল্লাহর 'খাদেম' ছাত্র নোমানকে চড়-থাপ্পর দেন মুহতামিমের সাথে বিরূপ ব্যবহারের অভিযোগে। কিছুক্ষণ পর মাওলানা এমদাদ সেখানে এসে নিজ সমর্থকদের সংগঠিত করে তাৎক্ষণিক সমাবেশ, মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিল থেকে বিভিন্ন উস্কানীমূলক শ্লোগান দেয়া হয়। অপরপক্ষ তাদেরকে হঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হৈচৈ শুনে এলাকাবাসী জড়ো হয়। রাত ৯টার দিকে প্রায় ৩০ জন বহিরাগত তরুণসহ দু'পক্ষের ছাত্র ও এলাকাবাসীর ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় ৮ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি শান্ত করে। মাওলানা এমদাদ সমর্থকদের মতে, মাদ্রাসায় গোপন জঙ্গী সম্পর্ক নিয়ে কয়েকজন ছাত্র নিজেদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা করায় ৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়। কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, নিয়ম ভঙ্গ ও ব্যক্তিগত লেনদেনে অসততার অভিযোগে ছাত্ররা বহিষ্কৃত হয়। মাওলানা এমদাদই তাদের পক্ষ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করেন। ৩ আগস্টের হাঙ্গামায় অংশগ্রহণকারী ২৭ জন ছাত্রকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়। শিক্ষার্থীর তালিকা থেকে ইতোমধ্যে তাদের 'নাম কাটা' হয়েছে। বিগত ৩ আগস্ট মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে হাঙ্গামার ঘটনায় গত ৭ আগস্ট দু'পক্ষই ফটিকছড়ি থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা দায়ের করেছে। মাওলানা এমদাদ উল্লাহর পক্ষে ছাত্র মোঃ রেজাউল করিমের দায়েরকৃত মামলায় মুহতামিমের পুত্র মাওলানা শিবাহ উদ্দিনসহ ১৯ জনকে আসামী করা হয়েছে। তাতে শিহাবের নেতৃত্বে মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপর হামলা এবং আসামীদের জঙ্গী সম্পর্কের অভিযোগ তোলা হয়েছে। মাদ্রাসার নতুন গুদামে আন্ডারগ্রাউন্ডে অস্ত্রশস্ত্র-লাঠিসোটায় সজ্জিত হয়ে হামলা এবং জঙ্গী বিষয়ে আলাপ-আলোচনার কথাও তাতে বলা হয়।

অন্যদিকে এলাকাবাসীসহ মাদরাসার বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সমর্থনে স্থানীয় নানুপুর এলাকার বাসিন্দা নুরুচ্ছফা কর্তৃক দায়েরকৃত অপর এক মামলায় মাওলানা এমদাদ উল্লাহসহ ১১ জনকে আসামী করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদ্রাসার শান্তি-শৃঙ্খলাবিরোধী অপতৎপরতা, শিক্ষার পরিবেশ ক্ষতি করা, ছাত্র-শিক্ষকদের হুমকি সৃষ্টি, সংঘবদ্ধভাবে হামলার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। ঘটনার দিন ৩ আগস্ট মুহতামিম পুত্র শিহাব উদ্দিন অবস্থান করছিলেন ঢাকায়।

এদিকে উভয় মামলায় কেউ আটক হয়নি। সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ঘটনাবলী ও কথিত জঙ্গী কানেকশন নিয়ে বিভিন্নমুখী অপপ্রচার, যার যার স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে লাগামহীন বক্তব্য প্রদানের কারণে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটির সুনামহানী এবং পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করার আশঙ্কা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোরশেদ আলম ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, পুরনো এই মাদ্রাসাটিতে জঙ্গী কিংবা সন্ত্রাস তৎপরতার কোন তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীও তেমন অভিযোগ করেনি। বরং অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, মুহতামিম পদটি দখল করে মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য নেয়ার জন্য রেষারেষি দেখা দিয়েছে। প্রশাসন ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব রক্ষা এবং চলমান শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে দুই পক্ষকে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে নেয়ার চেষ্টা করছে।

বর্তমান ঘোলাটে অবস্থার মধ্যেও যথারীতি ক্লাস চালু রয়েছে। আগামী ২৫ আগস্ট হাদিস বিভাগের শেষ বর্ষের বুখারী শরীফ খতম এবং এরপর বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম এ মাদ্রাসায়। এ মাদ্রাসায় শিক্ষক সংখ্যা ৫০ ও অন্যান্য কর্মকর্তা, স্টাফ ১৫ জন। ১৯৫৬ সালে কওমী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা সূচিত হয়। জনমানুষের দান, ছদকা, আর্থিক সহায়তা দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।